ভয়ঙ্কর এক শব্দ 'আলোকিত'

সম্পাদকের মতামত

সিডনী থেকে প্রকাশিত একটি ওয়েবসাইট তাদের গত সপ্তাহের আপডেটে নিখুঁতভাবে 'আলোকিত' শব্দটিকে বর্ণনা করে অতি সুখপাঠ্য একটি 'বিশেষ প্রতিবেদন' ছাপিয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদন বিষয়ে তিন অক্ষরের এক শব্দে আমরা শুধু মন্তব্য করবো, 'অপুর্ব'। সুন্দর শব্দ চয়নে এত কঠিন সাহসী লেখা ঐ ওয়েবসাইটে অতিতে কোনদিন দেখা যায়নি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এক লহমায় স্বীকার করতে হয় যে লেখাটিতে প্রতিবেদকের লেখনী মুন্সিয়ানা দারুনভাবে ফুটে উঠেছে। নাম-চাপানো উক্ত প্রতিবেদক যে-ই হউন না কেন তার কাছে 'আলোকিত' বিষয়ে অন্তর্নিহিত আরো অনেক তথ্য আছে বলে চোখমুদে তা বিশ্বাস করা যায়। তাঁর প্রতি রইলো আগুন ঝরা এই ফাগুনে আমাদের একমুঠো রক্তিম শুভেচ্ছা। তবে তিনি আলোকিত ওয়েবসাইটটিকে কেন 'টোকাই-ওয়েবসাইট' [কাট এন্ড পেষ্ট] হিসেবে তার লেখায় আখ্যায়িত করেছেন তা প্রমান সাপেক্ষে তিনি ব্যাখ্যা করেননি। সরাসরি কোন ব্যক্তিকে আক্রমন না করে তার কুকীর্তি ও বেসুরো কীর্তনকে মধুর ভাষায় এভাবে ধীরে ধীরে তুলে ধরলে বাংলাদেশী প্রবাসী সমাজ উপকৃত হবে বলে আমরা মনে করি।

উল্লেখিত ঐ প্রতিবেদনটি পড়ে কর্ণফুলী'র সিডনীস্থ অনেক পাঠক ব্যক্তিগতভাবে, ফোনে এবং ইমেইলে ঐ প্রতিবেদনের জের টেনে 'আলোকিত' শব্দটি নিয়ে বিস্তারিত আরো কিছু আলোচনা করে আরেকটি রসাত্মক প্রতিবেদন কর্ণফুলীতে ছাপতে বড় আকুলি-বিকুলি করেন। তাদের অনেকে দুকদম এগিয়ে এসে হাত চেপে ধরে মিনতি করেন যেন 'আলোকিত' ঠিকাদার ও তার পারিবারিক সদস্যেদের অভিবাসন বিষয়ক জটিল পাটিগণিত ও প্রতারণাগুলো বাংলাদেশীদের মাঝে তুলে ধরা হয়। সিদ্বহস্ত শৈলচিকিৎসকের মত কর্ণফুলী যেন 'আলোকিত পরিবার'টির জালিয়াতির জরায়ু ব্যাবচ্ছেদ করে অন্ধকারে পুঃণপৈনিকভাবে জন্ম নেয়া সেই 'আলোকিত' ভ্রুনটিকে উৎপাটন করে জনসমক্ষে মেলে ধরে, সেজন্যে একজন ভক্ত পাঠক আর্তনাদে প্রায় কুঁকড়ে ওঠেন। রিফুজী বিভাগকে ১৯৯৬ সনে দেয়া 'আলোকিত' ঠিকাদারের বয়ান ও তার দু-দুটি ইন্টাভিউর ক্যাসেট অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে মাতৃতুল্য 'আশ্রয়দাতা' দেশ অষ্ট্রেলিয়াকে ভবিষ্যৎ প্রতারকদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে টেলিফোন রিসিভার দিয়ে অত্যুৎসাহী কয়েকজন ব্যক্তি সজোরে তাদের নিজেদের মাথা ঠুকেছিলেন। 'আলোকিত' শব্দটি শুনে সিডনীতে এখন অনেকে লজ্জায় জিব কাটেন, কেউ কেউ নাকি 'আলোকিত' হবার ভয়ে ঐ 'টোকাই সম্পাদকের' সাথে দেখা হলেও সন্ত্রস্থ হয়ে চোখের পলকে দুরে সটকে পড়েন। এরূপ নানা মন্তব্য করে টেলিফোনে আমাদেরকে উত্তেজিত করতে চেয়েছেন দু'একজন। ফোনদাতারা প্রায় সকলে অনুপ্রাণিত করেছেন যেন আমাদের হাতে রক্ষিত প্রমান ও অকাঠ্য যুক্তি সহ 'আলোকিত' শব্দটি নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন লিখি। সে সকল শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে অতি সংক্ষেপে বলতে হয় যে, 'আমরা আমাদের প্রকাশনার নীতিমালা চলতি বছর থেকে পুরো পাল্টে দিয়েছি এবং এখন থেকে কর্ণফুলীতে কোন ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে তথ্য ও সমালোচনার ককটেল করে কোন প্রতিবেদন বা লেখা আর ছাপা হবেনা।' আমরা জানি আমাদের এ সিদ্ধান্তে একশ্রেণীর পাঠক হতাশ বা নাখোশ হবেন, আমরা হয়ত তাদের হারাবো, তাদের অনেকে হয়তবা আগের মত কর্ণফুলী'র দুয়ারে আর টোকা মারবেনা। নিজেদের সঞ্চিত আত্মবিশ্বাসের কারণে তাতে আমরা ভ্রুক্ষেপ করিনা। তবে এই শ্রেনীর পাঠকদেরকে তাদের পাঠ্য-রুচী পরিবর্তন করে আমাদের সাথে ধরে রাখার জন্যে আমরা আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

প্রবাসী সমাজে যদি কোন অধর্ম বা ক্ষতিকারক কিছু হয়ে থাকে তা নিয়ে অবশ্যই আমাদের লেখা চলবে। সমালোচনা অবশ্যই হবে, সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে কলমের বিকল্প নেই। আর সেই কলম দিয়ে কোন অন্যায়, অনাচার বা প্রতারণার সমালোচনা না হলে সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে কিভাবে? একজন শৈল চিকিৎসক তার ছুরি কাঁচি দিয়ে সুস্থ করার মানসে একজন টিউমার রোগীকে শৈলাগারে যেভাবে কাটা-ছেঁড়া করেন ঠিক তেমনিভাবে সুস্থধারার সমাজ গড়ে তুলতে একটি কলম পেপিরাসের শুভ্র ধবল জমিনের উপর তার কালিনিসৃত নীব দিয়ে খোঁচা-খুঁচি করে থাকে। রক্ত নিপাত হবে, রোগী ব্যাথা পাবে, রোগীর পরমাত্মিয়রা সমবেদনায় সুর ধরে কাঁদবে এমন আশঙ্কা করে যদি উক্ত চিকিৎসক তার ছুরি-কাঁচি ষ্টেরাইল্ড ট্রেতে রেখে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেন তাহলে সেই ভুক্তভোগী কোনদিন আরোগ্য লাভ করবেনা। যত দয়ালু বা ভদ্র হোকনা কেন অথবা রক্ত দেখে চিকিৎসক নিজেই যদি মুর্ছা যান সেরকম অথর্ব শৈলচিকিৎসকের কোন মুল্যই থাকতে পারেনা সৃষ্ঠির সেরা জীব এই মানবসমাজে। তবে কেউ যদি উক্ত শৈলচিকিৎসকের সেই ছুরি কাঁচিকে অহেতুক কসাইয়ের কাটারী বা ধামা বলে আখ্যায়িত করে ভর্ৎসনা করেন তা হবে অন্যায় ও বিদ্বেষপ্রসুত।

আমাদের লেখার মান যত দুর্বল, তীক্ষ বা তীব্র হোকনা কেন, বিদগ্ধ পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণ আছে কিভাবে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে ওঠা দুর্বল মানের কিছু কমিউনিটি রেডিও এবং বানরের গলায় মুক্তো পরানোর মত পদক দেয়ার হাস্যকর কুপ্রথাটি আমরা সিডনীতে চিরতরে বন্ধ করতে সর্মথ হয়েছি। অতিতে সিডনীর কোন কমিউনিটি মিডিয়া [প্রেস অথবা যেকোন প্রকারের] এরূপ সৎ সাহসী ভুমিকা নিয়ে সামাজিক ঐ অনাচারগুলোর বিরুদ্ধে কখনো কথা বলেননি। উপরেউল্লেখিত 'ভদ্র' ও 'দয়ালু' শৈলচিকিৎসকের মত যদি কর্ণফুলীও এসকল অনাচার থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে মুখ বুজে থাকতো তবে সিডনীতে পদকের মড়ক এখনো লেগেই থাকতো এবং এতদিনে কমিউনিটির প্রায় সকলের গলায় নানা নামের বেহুদা 'পদক' ঝুলতে দেখা যেত। আর উচ্ছৃঙ্খল ঐ কয়েকটি বাংলাদেশী রেডিও যদি বন্ধ না হতো তাহলে এতদিনে কমিউনিটিতে সঙ্ঘাত ও বিভেদ আরো মারাত্মক আকার ধারন করতো। যারা চাকুরিস্থলে নিজস্ব পদ-পদবী দেখানোর জন্যে ব্যক্তিগত অথবা কমিউনিটির কোন সাংগঠনিক কাজে নীতিবিবর্জিতভাবে [আনএ্যথিকেলি] যত্রতত্র 'অফিসিয়াল ইমেইল' ব্যাবহার করছে তাদের বিষয়েও কর্ণফুলী ছিল সর্বদা সোচ্চার। আগামীতে সেসকল চাকুরেদের সংশ্লিষ্ঠ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ঐ ইমেইলগুলো ফেরত পাঠিয়ে তার ব্যাখা চাওয়ার জন্যেও কর্ণফুলী ব্যাবস্থা নেবে। এ কাজটিও কোন বাংলাদেশী মিডিয়া অতিতে কোনদিন করেননি এবং ভবিষ্যতেও করতে তাদের সাহস বা যোগ্যতা নেই। প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজ থেকে এই হীনমনতাগুলো ধীরে ধীরে মুছে না গেলে পারষ্পরিক বিভেদ ও আত্ম অহমিকা বরাবর থেকেই যাবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা 'উইয়ার্ড বাংলাদেশী' বলে তিরষ্কৃত হবো।

পুনশ্চঃ কোন ব্যক্তিকে নয় বরং তার কৃতকর্মকে প্রশংসা বা তিরষ্কার করে জনসমক্ষে তুলে ধরার বিষয়ে আমরা সকল 'কমিউনিটি মিডিয়া'কে সমর্থন করি। প্রবাসী বাংলাদেশী সমাজে লেখালেখির মাধ্যমে এধরনের সংস্কার বিপ্লবে আমরা কখনো কলম হাতছাড়া করবো না। কারণ একজন কলম প্রেমিক জানে যে-

"লেখনী, পুস্তিকা, জায়া
পরহস্তং গতাঃ গতাঃ
যদিসা পূনরায়তি
নষ্টা, ভ্রষ্টা, চ'মর্দিতা"

বনি আমিন, ৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৮